প্রথম আলো

তারিখ 04 OCT 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৯

টাকার জন্যই সান্ধ্য কোর্সে আগ্রহ

আসিফুর রহমান ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে সান্ধ্য কোর্সে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বছরে প্রায় ৬৬ কোটি টাকা আদায় হচ্ছে। এর ৬০ শতাংশ শিক্ষকেরা নিচ্ছেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় যে ৩০ শতাংশ পাওয়ার কথা, তার অর্ধেকও পাচ্ছে না।

নিয়মিত শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বাড়তি অর্থ পাওয়ার কারণে সান্ধ্য কোর্সের প্রতি শিক্ষকদের মনোযোগ বেশি। এ কারণেই সান্ধ্য কোর্স খোলার প্রতি শিক্ষকদের আগ্রহও বেশি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আয় বাড়ানোর কথা বলে ২০০১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্য কোর্স শুরু হয়। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে সান্ধ্য কোর্স চালু রয়েছে। এর মধ্যে ১৭টিই চালু হয়েছে গত ১০ বছরে। এসব বিভাগের নিয়মিত শিক্ষার্থীর চেয়ে সান্ধ্য কোর্সের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। সান্ধ্য কোর্সের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণও অনেক বেশি, কিন্তু সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমন কাজে আসছে না।

গত ১০ আগস্ট সান্ধ্য কোর্স চালুর পরিকল্পনার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছিলেন আইন বিভাগের নিয়মিত শিক্ষার্থীরা। তাঁদের বক্তব্য, এই বিভাগে দেড় বছরের সেশনজট রয়েছে। শিক্ষকেরা সময়মতো খাতা না দেখতে পারায় ফল প্রকাশে দেরি হয়। এই অবস্থায় সান্ধ্য কোর্স চালু করা হলে তা হিতে বিপরীত হবে।

সান্ধ্য কোর্সের সঙ্গে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের এই দ্বন্দ্ব অনেক পুরোনো। বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলো প্রায়ই সান্ধ্য কোর্সের প্রতিবাদে কর্মসূচি পালন করে থাকেন। ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি তুহিন কান্তি দাস *প্রথম আলোকে* বলেন, 'অতীতেও অনেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক না করেও পরে এখান থেকে স্নাতকোত্তর বা ডিপ্লোমা করেছেন। সেটার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার বিকাশ ঘটানো, উচ্চশিক্ষাকে সর্বজনীন করা। কিন্তু এখন যা হচ্ছে তার পুরোটাই বাণিজ্যিক ভাবনা থেকে। শিক্ষকেরা বাড়তি আয়ের পথ হিসেবে এটি ব্যবহার করেন।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- ৩৩টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে সান্ধ্য কোর্স আছে
- বছরে আয় ৬৬ কোটি টাকা
- বিশ্ববিদ্যালয় প্রাপ্য ৩০ শতাংশ, কিন্তু অর্ধেকও পাচ্ছে না
- নিয়মিত শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বাড়তি অর্থ পাওয়ার কারণে সান্ধ্য কোর্সের প্রতি শিক্ষকদের মনোযোগ বেশি

অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোসাহিদা সুলতানা প্রথম আলোকে বলেন, সান্ধ্য কোর্সের কারণে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষকদের সময় কমে যায় এটা সত্য। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হচ্ছে। তিনি বলেন, বিভাগের সভাগুলোতে যে ধরনের আলোচনা হয়, তাতে বোঝা যায় শিক্ষকদের মনোযোগ কোন দিকে যাচ্ছে। সেখানে আগে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা হতো। এখন দেখা যায় সান্ধ্য কোর্সে কে কোন বিষয় পড়াবেন, তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

সাধারণত বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত সান্ধ্য কোর্সে পড়ানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের বাইরে যেকোনো পেশার বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে স্নাতক-স্নাতকোত্তর শেষ করা শিক্ষার্থীরা এখানে পড়েন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি অনুষদের ২৫টি বিভাগ ও ৮টি ইনস্টিটিউটে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব বিভাগে প্রতিবছর স্নাতক শ্রেণিতে পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হওয়া নিয়মিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২ হাজার ৪০০। আর সান্ধ্য কোর্সে ভর্তি হন ৩ হাজার ৬৬০ জন শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেটে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি থেকে শুরু করে বেতন, হল ফি, ফরম ফি—সবকিছুই অভ্যন্তরীণ আয় হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু সান্ধ্য কোর্সের বিভিন্ন ফি বাবদ আদায় করা টাকার কথা বাজেটে উল্লেখ করা হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরিচালকের দপ্তর থেকে জানা গেছে, নিয়ম অনুযায়ী, সান্ধ্য কোর্স থেকে প্রাপ্ত টাকার ৩০ শতাংশ পাওয়ার কথা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের। বাকি টাকার ১০ শতাংশ সংশ্লিষ্ট বিভাগের উন্নয়ন তহবিলে আর ৬০ শতাংশ বিভাগের শিক্ষকেরা ভাগ করে নেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্য টাকার অর্ধেকও পাচ্ছে না কর্তৃপক্ষ।

তবে কোন কোন বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাপ্য টাকা ঠিকভাবে দেয় না, তার কোনো তালিকা করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে জানতে চাইলে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দীন 'এটি গোপনীয় বিষয়' বলে উত্তর দেননি। তিনি স্বীকার করেন যে কিছু বিভাগ টাকা দেয় না। তাঁর দাবি, এই সংখ্যা খুব কম।

অবশ্য গত ১৭ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট বক্তৃতায় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক কামাল উদ্দীন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রাপ্য ঠিকভাবে না দেওয়ার বিষয়টি তুলে এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি সান্ধ্য কোর্সের আয়ের ৩০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়ার সুপারিশ করেন।

ওই বাজেট বক্তৃতায় অধ্যাপক কামাল উদ্দীন বলেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সান্ধ্য কোর্সে শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল ও অর্থ লাভের আকাঙ্ক্ষায় অসংখ্য নিম্নমানের গ্র্যাজুয়েট তৈরি করছে। অর্থবিহীন নামে-বেনামে অসংখ্য সান্ধ্যকালীন স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম খোলা, কখনো নামমাত্র বা ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া নিম্নমানের ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, কয়েকটি মাত্র ইনস্টিটিউট ও বিভাগ এ

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

টাকার জন্যই সান্ধ্য কোর্সে আগ্রহ

শেষ পৃষ্ঠার পর

ধরনের শিক্ষা বাণিজ্যে জড়িত, যা মোট বিভাগের ১০ শতাংশের বেশি নয়। তবে এই ব্যাধি সংক্রমিত হচ্ছে।

সান্ধ্য কোর্স চালুর সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ইমেরিটাস অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি সব বিভাগে সান্ধ্য কোর্স খোলার পক্ষে নন। সান্ধ্য কোর্স সীমিতভাবে থাকতে পারে।

সব বিভাগে সান্ধ্য কোর্স চালুর নেতিবাচক দিক সম্পর্কে এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, 'যেহেতু সান্ধ্য কোর্সে সম্মানীটা বেশি পাওয়া যায়, তাই শিক্ষকেরা সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এতে করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনসেপ্টটা ব্যাহত হবে।'

টাকার হিসাবে গরমিল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে নয়টি বিভাগের প্রতিটিতেই সান্ধ্য কোর্স এবং চারটি বিভাগে পৃথক প্রফেশনাল কোর্স রয়েছে।

এর বাইরে আরও ১৬টি বিভাগ ও ৮টি ইনস্টিটিউটে সান্ধ্য কোর্স রয়েছে। বিভাগগুলো হলো তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, পপুলেশন সায়েন্স, উন্নয়ন অধ্যয়ন, অপরাধবিজ্ঞান, অণুজীব বিজ্ঞান, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি, সমুদ্রবিজ্ঞান, দুর্যোগবিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, যোগাযোগ বৈকল্য, লোকপ্রশাসন, থিউরিটিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটেশনাল ক্যামিস্ট্রি, থিউরিটিক্যাল ফিজিক্স এবং টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি।

ইনস্টিটিউটগুলোর মধ্যে ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউট, শক্তি ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট এবং আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে বেশ কয়েকটি কোর্সে সান্ধ্যকালীন পড়ানো হয়।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের নয়টি বিভাগের সান্ধ্য কোর্স ও চারটি প্রফেশনাল কোর্সে প্রতিবছর প্রতিটি সেশনে ৭২০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়। বছরে তিনটি সেশনে মোট ভর্তি হন ২ হাজার ১৬০ জন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ভর্তি ও টিউশন ফি বাবদ নেওয়া হয় দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা। কিছু শিক্ষার্থীর জন্য ছাড় রয়েছে। প্রতিবছর এই নয়টি বিভাগের সান্ধ্য কোর্স থেকে আয় হচ্ছে ৫৪ কোটি টাকা, যার ৩০ শতাংশ, অর্থাৎ ১৬ কোটি ২০ লাখ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ডে জমা হওয়ার কথা।

বাকি ২৪টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে প্রতিবছর দেড় হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হন। তাঁরা ১ থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত কোর্স ফি দেন। গড়ে দেড় লাখ টাকা ধরলে এ বাবদ ২২ কোটি টাকা আসে, যার ৩০ শতাংশ হচ্ছে ৬ কোটি ৬০ লাখ টাকা। ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ১৬ কোটি ২০ লাখ টাকাসহ সান্ধ্য কোর্স থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে যাওয়ার কথা ২২ কোটি ৮০ লাখ টাকা। কিন্তু গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ আয় ছিল ৬ কোটি ৮৫ লাখ টাকা। তার আগের বছর ছিল ৮ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। এই টাকার মধ্যে সান্ধ্য কোর্স ছাড়াও দরপত্র, বেতন বই, পরিচয়পত্র বিক্রিসহ আরও কয়েকটি খাতের আয়ও রয়েছে।

কেবল সান্ধ্য কোর্স থেকে কত টাকা পেল, জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপহিসাব পরিচালক (বাজেট) মোহাম্মদ ফয়েজ উদ্দিন আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আলাদা করে সান্ধ্য কোর্সের টাকার হিসাব রাখার মতো লোকবল নেই। সান্ধ্য কোর্সের টাকা ওভারহেড চার্জের অন্তর্ভুক্ত থাকে। শিক্ষকেরা বাইরে বিভিন্ন কাজ করেন, সেগুলো থেকে প্রাপ্ত আয়েরও একটি অংশ এই খাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্য ৩০ শতাংশই যে এই ওভারহেড চার্জের মাধ্যমে আসছে, এর নিশ্চয়তা কী জানতে চাইলে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। বিভাগ থেকে যা দেওয়া হয়, সেটাই রাখা হয়।'

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ *প্রথম আলোকে* বলেন, সান্ধ্য কোর্স চালুর ব্যাপারে প্রথমে লক্ষ রাখতে হবে শিক্ষার্থীদের ফির বিষয়টি। এটি কোনোভাবেই যাতে লাভজনক হিসেবে প্রতিফলিত না হয়। তিনি বলেন, শিক্ষকেরা নিয়মিত শিক্ষার্থী, সান্ধ্য কোর্সের শিক্ষার্থী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কতটা পড়াচ্ছেন, সে বিষয়ে বিভাগ, ডিন ও উপাচার্যকে সচেতন থাকতে হবে। এ ছাড়া সান্ধ্য কোর্স চালুর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রাখতে হবে।